২১-১১-১৬ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা , খারাপ সঙ্গের প্রভাব অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় , সেইজন্য সর্বদা তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে কোন ধরনের সঙ্গ তোমরা রাখবে ! ভুল সঙ্গের প্রভাব খুব খারাপ "

প্রশ্নঃ তিন প্রকারের শৈশব কি ? কোন্ শৈশব কখনও ভোলা উচিত্ নয় ?

উত্তরঃ শৈশবের একটা হলো যখন তোমরা লৌকিক মা -বাবার কাছে জন্ম নাও , দ্বিতীয় শৈশব - যখন তোমরা গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করো আর তৃতীয় শৈশব - লৌকিক মা-বাবাকে ছেড়ে অলৌকিক মা-বাবার হও । অলৌকিক শৈশব অর্থাত্ ঈশ্বরের অ্যাডপ্টেড চাইল্ড । ঈশ্বরের সন্তান হওয়া অর্থাত্ মরে গিয়ে বেঁচে থাকা । এই অলৌকিক শৈশব কখনও ভুলোনা । যদি ভুলে যাও তবে অনেক কাঁদতে হবে । কান্না অর্থাত্ মায়ার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে হবে ।

গীতঃ শৈশবের দিন বিস্মৃত হয়োনা . . .

ওম্ শান্তি । তোমরা মিষ্টি মিষ্টি রূহানী বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝতে পেরেছ । শৈশব তিন প্রকারা এক লৌকিক শৈশব , দ্বিতীয় শৈশব নিবৃত্তি মার্গ ; যখন তারা তাদের ঘর পরিবার ছেড়ে মরে গিয়েও বেঁচে থেকে গুরু বা সন্ন্যাসীর হয়ে যায় , জঙ্গলে চলে যায় । তৃতীয় হলো তোমাদের বিস্ময়কর জন্ম , মরজীবা জন্ম । এক মা-বাবাকে ছেড়ে আরেক মা-বাবার হও । সেই এক্ হলেন তোমাদের রূহানী মা-বাবা । তোমাদের এটা মরজীবা জন্ম । ঈশ্বরীয় কোলে রূহানী জন্ম । তোমাদের সাথে এখন রূহানী বাবা কথা বলছেন । যেখানে অন্য সকলে লৌকিক বাবা , সেখানে রূহানী বাবা কেবলমাত্র এক্ । সেই কারণে গাওয়া হয়ে থাকে মরজীবা হয়ে বাবার হওয়ার পর এই শৈশবের কথা ভুলে যেওনা । শিববাবা হলেন ভগবান , উচ্চ থেকেও উচ্চতম । মানুষ যখন গীতা নিয়ে বিতর্ক করে , সর্বাগ্রে তাদের জিজ্ঞেস করতে হয় উচ্চ থেকেও উচ্চতম ভগবান কে ? তারা বলে , "ব্রহ্মা দেবতা নমঃ , বিষ্ণু দেবতা নমঃ" এবং তারপরে বলে "শিব পরমাত্মায় নমঃ ।" তিনি সর্বধর্মের পিতা । সর্বপ্রথমে এই কথা বোঝাতে হবে - সেই উচ্চ থেকেও উচ্চতম বাবা এক্ । ব্রহ্মা , বিষ্ণুকে কেউ গড ফাদার বলবেনা । সবার আগে এই বিশ্বাস উত্পাদন করাও যে , গড ফাদার এক্ , তিনি নিরাকার , যাঁকে রচয়িতাও বলা হয়ে থাকে । পতিত -পাবনও বলা হয় । তোমরা নিশ্চতভাবে বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করবে । তোমরা খেয়াল করো আর কে বেহদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করে ! বাবা নতুন দুনিয়ার রচয়িতা ; তাঁর নাম শিব । তারা বলে "শিব পরমাত্মায় নমঃ" এবং তারা তাঁর জন্মদিনও পালন করে । একমাত্র তিনিই পতিত-পাবন , রচয়িতা , জ্ঞানসম্পন্ন , সেইজন্য সর্বব্যাপী হওয়ার কোনও কিছু আর থাকেনা । তাঁর ভূমিকা পালনের মহিমা হয় । তিনি অতীতে যা কিছু করেছেন তারই মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে । বাবা উচ্চ থেকেও উচ্চতম । তাঁকে রচয়িতাও বলা হয় , দয়াময় , দুঃখহর্তা -সুখকর্তা এবং পথ প্রদর্শকও বলা হয় । তোমরা নতুন কোনও জায়গায় গেলে তোমরা সাথে একজন গাইড নাও । বিদেশী পর্যটকেরা এখানে এলে তাদের সবকিছু দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এখানকার গাইড দেওয়া হয় । তীর্থযাত্রীদের তীর্থযাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পান্ডা থাকে । বাবাকে পথ প্রদর্শক বলা হয় , তবে তো নিশ্চয়ই তিনি সকলকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু সর্বব্যাপী উল্লেখ করায় তা অর্থহীন হয়ে যায় । সর্বাগ্রে বোঝাতে হবে সকলের বাবা এক্ । সর্বশাস্ত্রমণি হলো গীতা ; সাক্ষাত্ ভগবান রচিত , একথা যদি প্রমাণ করে দাও তবে গীতার

সন্তান সম অন্য শাস্ত্রগুলো মিথ্যে হয়ে যাবে । শিব ভগবানুবাচ । শিব বাবার ঐশ্বরিক কর্ম -কর্তব্য কি ? তিনি সহজভাবে বলেন , আমি এই শরীরের (ব্রহ্মাবাবার) আধার নিয়েই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় বলে দিই । আমি আসি তোমাদের রাজযোগ শেখাতে , তাই এক্ষেত্রে ঈশ্বরীয় কার্য্য কলাপের কি প্রয়োজন ? ইনি বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ । আমি এসে শুধু তোমাদের বাচ্চাদের পড়াই । পতিতকে পবিত্র করে গড়ে তুলতে রাজযোগ শেখাই । তোমরা সত্যযুগে গিয়ে রাজত্ব করবে । তোমাদের স্বত্বাধিকার লাভ করবে আর বাকি আত্মারা মুক্তিধাম , নিরাকার দুনিয়ায় থাকবে । এই সবকিছু সহজেই বোধগম্য । ভারতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল । একটাই ধর্ম ছিল । এখন কলিযুগে কত কত মানুষ ! ওখান অনেক কম থাকে । পরমপিতা পরমাত্মা এক ধর্মের স্থাপনা করেন এবং অসংখ্য ধর্মের বিনাশ করাতে আসেন । বাকি সকলে শান্তিধামে চলে যাবে । ওখানে অপবিত্র আত্মা থাকতে পারেনা । ওঁনার নামই পতিত-পাবন , সবার সদগতিদাতা । এটা হলো পুরনো দুনিয়া , লৌহ যুগ । সত্যযুগকে বলা হয়ে থাকে স্বর্ণযুগ । যারা দেবতাদের পূজারী তারা খুব সহজেই সবকিছু বুঝতে পারবে । যাঁরা পূজ্য তাঁরাই পূজারী হয় । সেইজন্য সবার আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে । তাদেরকে বলো - তোমরা তাঁর সন্তান একথা ভুলোনা । যদি তা ভুলে যাও তাহলে তোমাদের কাঁদতে হবে এবং কোনও না কোনওভাবে মায়ার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে হবে । দেহী-অভিমানী হতে হবে ! আমাদের আত্মাদের বাবার কাছে ঘরে ফিরে যেতে হবে । এত অগণিত মানুষের মৃত্যু হবে , কে কার জন্য কাঁদবে ? ভারতের মানুষ সবচেয়ে বেশী কাঁদে । যখন কারও মৃত্যু হয় প্রথম বারো মাস হা হুসেন , হা হুসেন করে ; এমনকি বুক চাপড়াতে থাকে । এই হলো মৃত্যুলোকের রীতিনীতি । তোমাদের এখন অমরলোকের নিয়ম নীতি , রেওয়াজ শেখানো হচ্ছে । তোমাদের এখন পুরনো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য । বাবা বলেন , অনবরত আমাকে স্মরণ করো ! এই সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে । বিশ্ব নাট্যের এই রঙ্গমঞ্চে সকলে অভিনেতা তবে কার জন্য এই মোহ ? তোমরা বুঝতে পারো , প্রত্যেককে যেতে হবে এবং অন্য আরেক ভূমিকা পালন করতে হবে । কান্নার কি প্রয়োজন ? প্রত্যেকের পার্ট স্থিরীকৃত । বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর , আনন্দের সাগর এবং ভালবাসার সাগর , তাঁকে অনুসরণ করে তেমনই তৈরী হতে হবে । সাগর থেকে নদীর উত্থান । সব নম্বরভিত্তিক । কেউ কেউ খুব ভালো করে জ্ঞান বর্ষণ করতে পারে এবং অন্য অনেককে নিজেদের সমান তৈরী করে । তারা অন্ধের যষ্ঠি হয়ে দাঁড়ায় । বাবার অনেক সাহায্যকারী প্রয়োজন । বাবা বলেন , তোমরা অন্ধের যষ্ঠি হও এবং অন্যকে রাস্তা দেখাও । এটা শুধুমাত্র যে টিচারই অন্ধের লাঠি হবে তা' নয় ; তোমাদেরও সেইরকম হতে হবে । তোমরা প্রত্যেকে জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছ , একেই বলা হয়ে থাকে জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন প্রাপ্তির কথা । তৃতীয় নয়ন আত্মার জন্য । মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারেনা ; সম্পূর্ণ রূপে তাদের বুদ্ধি তুচ্ছ । ভারতবাসী জানেনা তাদের ধর্ম কে স্থাপনা করেছেন ! বাবার জন্ম এই ভূমিতে । মানুষ শিব জয়ন্তী উত্সব পালন করে । তাহলে , তিনি কিভাবে সর্বব্যাপী হবেন ? দুনিয়ার কেউ বাবাকে আর রচনাকে জানেনা । ঋষি -মুনিরা নেতি নেতি বলতে থাকে । ভগবান সর্বব্যাপী এই কথা বলে তারা একটা বড় ভুল করে । তোমরা প্রমাণ করে দেখাও তিনি সকলের বাবা , পতিত-পাবন , মুক্তিদাতা । তিনি তোমাদের পুরনো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যান । সেখানে দুঃখের কোনও প্রশ্নই নেই । একটু খেয়াল করো শাস্ত্রে তারা কি লিখেছে ! এমনকি তারা লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্বন্ধেও বলে - বিকার বিনা কিভাবে তাঁদের সন্তান আসতে পারে ? ওহ্ ! বলাই তো হয়ে থাকে সর্ব গুণসম্পন্ন , ১৬ কলা সম্পূর্ণ , সম্পূর্ণ নির্বিকারী , সম্পূর্ণ পবিত্র দুনিয়া । সেখানে পাপহীন দুনিয়া আর এখানে কলুষিত দুনিয়া , তবে কিভাবে বলা যেতে পারে সেই দুনিয়ায় বিকার থাকবে ! প্রথমাবস্থায় , তোমরা যতক্ষণ না বাবাকে জেনেছ , কোনও কিছুই বুঝতে পারনি । সর্বব্যাপী

বলা তাদের মস্ত বড় ভুল । সেই ভুল থেকে তখনই বেরিয়ে আসতে পেরেছে যখন বাবাকে জেনেছে । তাদের এই বিশ্বাস রাখা উচিত্ - বাবা আমরা আবার তোমার হয়েছি , তোমার থেকে রাজ্যভাগ্য নিতে । দেখো শাস্ত্রে তারা কি লিখেছে ! তারা লক্ষ্মী-নারায়ণকে সত্যযুগে আর রাধা-কৃষ্ণরূপে তাঁদের শৈশব দেখিয়েছে তাম্রযুগে । যেমনই হোক , কৃষ্ণ ছিল স্বর্গের রাজকুমার । জন্মে জন্মে কৃষ্ণের অবয়ব পরিবর্তিত হতে থাকে । কখনও কেউ একরকম চেহারা নিয়ে জন্মাতে পারেনা । এটা কখনও হয়না যে , কৃষ্ণ একই চেহারা নিয়ে দ্বাপরে আসতে পারে , সেটা অসম্ভব । তোমরা জানো যে আসলে তোমরা সেখানের (মূলবতনের) অধিবাসী ছিলে । তা' তোমাদের সুইট সাইলেন্স হোম যার জন্য মানুষ ভক্তি করে । তারা বলে , আমরা শান্তি চাই । আত্মারা কর্মেন্দ্রিয় লাভ করেছে তাদের নিজ নিজ পার্ট প্লে করার জন্য । সুতরাং , কিভাবে তাদের শান্তি বিদ্যমান থাকতে পারে ? তারা শান্তির জন্য হঠযোগ শেখে এবং শান্তির জন্য গুহায় গিয়ে থাকে । একমাস ধরে যদি কেউ গুহায় বসে থাকে, তার মানে কি এই হয় যে সেটা শান্তিধাম ! তোমরা জানো যে , আমরা এখন শান্তিধামে যাব এবং তারপরে সুখধামে গিয়ে আমাদের ভূমিকা পালন করব । মানুষ বলে , যারা সুখী তাদের জন্য স্বর্গ আর যারা দুঃখী তাদের জন্য নরক । তোমরা জেনেছ স্বর্গ নতুন দুনিয়া আর নরক পুরনো দুনিয়া । ভগবানুবাচঃ এই ভক্তি , যজ্ঞ-তপ , দান-পুণ্য ইত্যাদি করা সব ভক্তিমার্গের , এর কোনও অর্থ হয়না। সত্যযুগ এবং ত্রেতাকে বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মার দিন । ব্রহ্মার দিন , তোমাদের ব্রাহ্মণদের দিন , তারপরে শুরু হয় তোমাদের রাত । তোমরা সর্বপ্রথমে স্বর্ণযুগে যাও তারপর তোমরা সৃষ্টিচক্রে আসা ব্রাহ্মণ , দেবতা , ক্ষত্রিয় ,বৈশ্য , শূদ্র তোমরাই হও । তোমরা বলো শিব ভগবানুবাচ , তারা বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ । বিশাল ফারাক হয়ে যায় । ইনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেন । তাঁর সাথে সমগ্র সূর্যবংশী সম্প্রদায় পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন আবার অন্তিমে এসে রাজ্যভাগ্য নিচ্ছে । তোমরা বাচ্চারা যারা বুঝতে পারছ তাদেরই আনন্দ হয় । নতুনদের এই আনন্দ আসেনা । তোমরা কারও নিন্দা করোনা , বাবা তোমাদের কত সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছেন । এখানে তোমরা বাবার সঙ্গে বসে আছ এবং সেইজন্য তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছ । বাইরের সঙ্গতে গেলে তোমাদের কি দশা হবে কেউ বলতে পারেনা । সঙ্গদোষ খুব খারাপ । স্বর্গে এরকম কোনও কথাই হয়না । তার নামই হলো স্বর্গ , বৈকুন্ঠ , সুখধাম । তারা শাস্ত্রে লিখেছে সেখানে অসুরেরাও বিদ্যমান ছিল । তোমরা এখন জেনেছ , তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে এবং সেখানে আকাশে জমিতে কোনও ভাগাভাগি ছিলনা । এখন অনেক ভাগ ; তারা লাগাতার নিজের নিজের সীমারেখা টানতে থাকে । দুনিয়ায় লড়াই ঝগড়া লেগেই থাকে । সেইজন্য যখন কেউ আসে সর্বাগ্রে তাকে বোঝাও বাবা কে , ভগবান কাকে বলা হয়ে থাকে ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু , শংকর হলেন দেবতা । ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় , দশ নয় । কৃষ্ণ ভগবা!ন হতে পারেননা । ভগবান কিভাবে হিংসা শেখাতে পারেন ! ভগবানুবাচঃ কাম হলো মহাশত্রু । তাই কাম জয় করার প্রতিজ্ঞা করো । এই কারণে রাখী বাঁধো । এইসব এখনকার কথা । অতীতে ভক্তিমার্গে যা কিছু হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে । মানুষ দীপাবলীতে মহালক্ষ্মীর পূজা করে ; একজনও জানেনা লক্ষ্মী-নারায়ণ একত্রিত । কোথা থেকে লক্ষ্মী ধন লাভ করেন ? উপার্জন যারা করে তারা পুরুষ তথাপি লক্ষ্মীর নামে স্মরণ করা হয় । প্রথমে লক্ষ্মীকে স্মরণ করা হয় পরে নারায়ণকে । তারা আবার মহালক্ষ্মীকে আলাদা কোনও একজন মনে করে এবং তাঁকে চতুর্ভুজা দেখানো হয় , দুই হাত পুরুষের আর দুই হাত স্ত্রীলোকের । যেমনই হোক তারা এই বিষয়ে কিছু জানেনা । এখন তোমরা সবিস্তারে জেনেছ । তোমরা গান শুনেছঃ শৈশবের দিন ভুলে যেওনা । আত্মা বলে , বাবা আমার স্মৃতি এখন ফিরে এসেছে । ভোরবেলায় উঠে বাবার সাথে কথা বলো । অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করা ভালো । সন্ধ্যাকালে একান্তে ব'সো । যদি যুগলে একসাথে থাকো তবুও এই অভ্যাস অনুসরণ

করো । ব্রহ্মাতনের মাধ্যমে বাবা কি বলেন ? আমরা যখন পূজ্য হই তখন কখনও বাবাকে স্মরণ করিনা । যখন পূজারী হই তখন বাবাকে স্মরণ করি । এইভাবে তোমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলো যাতে অন্য কেউ শুনলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। অর্ধকল্প যাবত্ আমরা কামচিতার ওপর বসে জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়েছি , কবরস্থ হয়েছি । এখন জ্ঞান চিতার ওপর আমাদের বসতে হবে এবং স্বর্গে যেতে হবে । এটা হলো পুরনো দুনিয়া । ভারতবাসী ভাবে যে এইই স্বর্গ ! ওহ্ ! কিন্তু স্বর্গ তো সত্যযুগে । স্বর্গে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব । এখানে মায়ার মিথ্যা আড়ম্বর । বাবা এখন বলছেনঃ সঙ্গদোষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মৃত্যুকে বরণ কোরোনা । তা' নাহলে অনেক অনুশোচনা করতে হবে । পরীক্ষার ফল বেরোলে তখন সবাই বুঝতে পারবে । আগে বাচ্চারা ধ্যানে সবকিছু শুনাতো কে রাণী হবে কে দাসী হবে । বাবা পরে বন্ধ করিয়ে দিয়েছেন । সবশেষে জানা যাবে আমরা বাবার কত সেবা করেছি ! কতজনকে নিজের সমান তৈরী করেছি । তোমাদের সবকিছু স্মরণে আসবে এবং সাক্ষাত্কার হবে । সাক্ষাত্কার বিনা, ধর্মরাজ তোমাদের শাস্তি দিতে পারবেননা । তোমাদের বাচ্চাদের বারবার বোঝানো হচ্ছে - অনবরত আমাকে স্মরণ করো । বাবা আসেন আর মিষ্টি-মিষ্টি ঝাড়ের চারা বপন করেন । গভার্নমেন্ট গাছের চারা লাগায় এবং তার উত্সব পালন হয়। এখানে নতুন দুনিয়ার চারা লাগানো হচ্ছে । সেইজন্য এমন বাবাকে ভুলোনা । নিজেকে বাবার সেবায় নিয়োজিত করো নতুবা অন্তিম সময়ে আফসোস করতে হবে । যদি এখন উত্তরাধিকার না নিতে পারো , তবে কল্প-কল্পান্তরে হিসেব হবে , এইজন্য পুরোপুরি পুরুষার্থ করতে হবে । আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি /সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ দাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যেমন জ্ঞানের , আনন্দের , ভালবাসার সাগর তেমনই বাবাসমান হতে হবে এবং নিজসমান বানানোর সেবা করতে হবে । সকলকে জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন দিতে হবে ।

২) এমন কোনও সঙ্গ রেখোনা যাতে পরে অনুশোচনা করতে হয় । সঙ্গদোষ খুব খারাপ এইজন্য নিজেকে সামলে নিয়ে চলতে হবে । বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরো পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদানঃ- কর্ম করতে করতে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত থাকা সহজযোগী স্বতঃ যোগী ভব

যারা মহাবীর বাচ্চা তাদের সাকারি দুনিয়ার কোনও কিছু নিজের দিকে আকর্ষিত করতে পারেনা । তারা এক সেকেন্ডে পার্থিব সবকিছু থেকে নিজেদের পৃথক করে নিতে পারে এবং বাবার প্রিয় হয়ে উঠতে পারে । যারা অশরীরী , আত্ম-অভিমানী , বন্ধনমুক্ত , যোগযুক্ত স্থিতির অনুভব করতে পারে তারা সহজেই নির্দেশ গ্রহণ করতে সমর্থ হয় এবং স্বতঃ যোগী , কর্মযোগী , শ্রেষ্ঠ যোগী হয় । তারা যখন চায় , যত সময় চায় নিজের সংকল্প , শ্বাস এক্ প্রাণেশ্বর বাবার স্মরণে স্থিত করতে পারে ।

স্লোগানঃ- একরস স্থিতির শ্রেষ্ঠ আসনে বিরাজমান থাকা , তপস্বী আত্মার নিশান ।